দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 21 MAY 1995 ...
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪

02

কেরিয়ার গাইড

পলিটেকনিক পড়াশোনার সুফল

শাহনাজ বেগম

অর্থনৈতিক দুরবস্থার কারণে আমেরা অনেকেই উচ্চতর শিক্ষা লাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত। অথচ জীবন নির্বাহে জীবিকা অন্বেষণের বিকল্প নেই। একাডেমিক পড়ালেখা অল্প হলেও জীবনের প্রারম্ভেই যদি কেউ সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারেন, তবে কেরিয়ার গড়ে তোলা তাঁর জন্য কোন সমস্যাই নয়। এ বিষয়ে সহযোগিতা করার লক্ষ্যেই এ সংখ্যার কেরিয়ার গাইডে আমরা এমন একটি পেশাগত শিক্ষাক্ষেত্র সম্পর্কে উল্লেখ করছি, যা এ বিষয়ে আগ্রহীদের দিকনির্দেশনা দিতে পারে।

আজকের আলোচ্য প্রতিষ্ঠান : ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট। উল্লেখ্য, সারা দেশে মোট ২০টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট রয়েছে। এর মধ্যে মহিলাদের জন্য মাত্র একটি মহিলাদের এ ইনস্টিটিউটটি ঢাকার তেজগাঁওয় অবস্থিত।

ভর্তির যোগ্যতা : যে সব ছাত্রছাত্রী এসএসসিতে শতকরা ৪৫ শতাংশ নম্বরসহ ২য় বিভাগ লাভ করে অথবা যারা উচ্চতর গণিতে শতকরা ৪৫ ভাগ নম্বর পায়, তারাই এ প্রতিষ্ঠান থেকে আবেদনপত্র সংগ্রহ করতে পারে। এ জন্য ১০০ টাকা দিয়ে তেজগাঁওয়ের ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট থেকে ফরম সংগ্রহ করতে হবে। উল্লেখ্য, এসএসসি পাসের পরবর্তী দু'বছর পর্যন্ত একজন শিক্ষার্থী এ সুযোগ পেয়ে থাকে, অর্থাৎ ১৯৯৫ সালে এসএসসি পাস করবে এমন একজন শিক্ষার্থী ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত এই প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হবার সুযোগ পাবে।

ভর্তি পরীক্ষা : ৩০০ নম্বরের উপর ভর্তি পরীক্ষা নেয়া হয়। সাধারণ গণিত ১০০, বিজ্ঞান (যেখানে পদার্থ বিজ্ঞান ও রসায়ন বিজ্ঞানের প্রশ্ন থাকে) ১০০ এবং বাংলা ও ইংরেজীতে ৫০ নম্বরসহ এ্যাপটিটিউডে ৫০ নম্বর।

পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে, আর ক্লাস শুরু হয় জানুয়ারি থেকে ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে।

প্রশ্নের ধরন : পরীক্ষায় এসএসসি পাঠক্রম অনুযায়ী অবজেকটিভ টাইপ প্রশ্ন থাকে। ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট যে ক'টি বিভাগে ছাত্র ভর্তি করা হয়, তা হচ্ছে : (১) ডিপ্লোমা-ইন-সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং, (২) ডিপ্লোমা-ইন-ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, (৩) ডিপ্লোমা-ইন-রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ার কন্ডিশনিং, (৪) ডিপ্লোমা-ইন-অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিং, (৫) ডিপ্লোমা-ইন-কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, (৬) ডিপ্লোমা-ইন-কেমিক্যাল ফুড স্পেশালাইজেশন, (৭) ডিপ্লোমা-ইন-আর্কিটেকচার, (৮) ডিপ্লোমা-ইন-ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ডিপ্লোমা-ইন-কম্পিউটার কোর্স। এ বিভাগগুলোতে মোট আসন সংখ্যা ৫৮০।

হোস্টেল সুবিধা : ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ছাত্রদের জন্য হোস্টেল সুবিধা রয়েছে। আসনসংখ্যা ২০০। মেধার ভিত্তিতে আসন বরাদ্দ করা হয়। হোস্টেল খরচ এক হাজার টাকার মতো।

ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের শতকরা ৬৫ ভাগ ছাত্র বৃত্তি পায়। বছরে এর পরিমাণ ১২০০-১৮০০ টাকা। দুই গ্রেডে বৃত্তি দেয়া হয়। এ ইনস্টিটিউটটির শিক্ষাবর্ষ ৩ বছরমেয়াদী। নির্বাচিত প্রার্থীকে ১৫০০ টাকা ভর্তি ফী দিয়ে এ প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে হয়। অধ্যয়নরত অবস্থাতেই একজন শিক্ষার্থী হাতে-কলমে শেখার সময় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাকালীন প্রশিক্ষণ লাভের সুযোগ পায়। লক্ষ্য করে দেখা গেছে এ সময়ে অনেকেই চাকরির সুযোগ পায়।

চাকরির সম্ভাবনা : ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট থেকে পাস করা শিক্ষার্থীরা— উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট যে কোন প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্ম, সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসহ এনজিওতে কাজের সুযোগ পেয়ে থাকেন। এর বাইরে কয়েকজন মিলে স্বল্প পুঁজিতে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাও করতে পারেন। এমনকি উচ্চতর শিক্ষা লাভের ইচ্ছা পোষণ করলে তার সুযোগও রয়েছে। এ ক্ষেত্রে ঢাকার বিআইটিতে পরীক্ষা দিয়ে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে পারেন।

যোগাযোগের ঠিকানা : ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট তেজগাঁও, ঢাকা-১৬০০।